সমকাল

তারিখ 18 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

১৮ ভার্সিটির সনদ অবৈধ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

চ্যান্সেলর নিযুক্ত বৈধ উপাচার্যের স্বাক্ষরবিহীন সনদ সরকারিভাবে আর গ্রহণযোগ্য হবে না। বৈধ উপাচার্যের স্বাক্ষর নেই, এমন ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইস্যু করা সনদে তারপ্রাপ্ত উপাচার্যের স্বাক্ষর রয়েছে।

অবশ্য এসব শিক্ষার্থীর ডিগ্রি বাতিল করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রপতি নিয়োজিত কোনো উপাচার্য এসব ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা সনদে স্বাক্ষর করলে সেগুলো বৈধ হিসেবে গণ্য হবে বলে জানিয়েছেন ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। গতকাল বৃহস্পতিবার ইউজিসির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অর্জিত ডিগ্রির মূল সনদ ভাইস চ্যান্সেলর এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক স্বাক্ষরিত হতে হবে। মেয়াদোত্তীর্ণ উপাচার্যের অর্থ-সংক্রান্ত চেক ও অন্য কোনো দলিলপত্রে স্বাক্ষর করাও বৈধ হবে না আইন অনুযায়ী। রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর চার বছর মেয়াদে প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি, প্রো-ভিসি ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৫

১৮ ভার্সিটির সনদ অবৈধ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের পক্ষ থেকেই প্রস্তাব করা তিনজন শিক্ষাবিদের নামের তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি যে কোনো একজনকে নিয়োগ দেন। ইউজিসি বলেছে, কাজেই ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার পদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কাউকে নিয়োগ দেওয়া আইনের পরিপন্থী। রাষ্ট্রপতির নিয়োগকৃত উপাচার্যের স্বাক্ষর ছাড়া সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসি কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদও অবৈধ হবে। পাশাপাশি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্টদের জেনেশুনে সিদ্ধান্ত নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে কমিশন।

এ বিষয়ে অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, উপাচার্য নিয়োগ করার জন্য ২৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমরা সময় দিয়েছিলাম। এর মধ্যে অনেকে ব্যবস্থা নিয়েছে, তবে ব্যবস্থা নেয়নি এমন ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ আদেশ প্রযোজ্য।

এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের ডিগ্রি বাতিল হচ্ছে না জানিয়ে তিনি বলেন, সনদ মানে তো পাসের সত্যায়ন, সেই রেকর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সেই রেকর্ড দিলে নতুন উপাচার্য তাতে সই করবেন। সনদটা নিয়ম অনুযায়ী নিতে হবে।

যে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ : ঈশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, জেড এইচ শিকদার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি এবং রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোনো উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ না থাকায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদের বৈধতা নেই।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই শীর্ষ তিনটি পদই ফাঁকা থাকায় কুমিল্লার সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কাদিরাবাদে আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, সৈয়দপুরে আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি এবং কুমিল্লায় বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির সনদও অবৈধ। এশিয়ান এবং রয়েল ইউনিভার্সিটিতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত উপাচার্য থাকলেও বর্তমানে শীর্ষ তিনটি পদ শূন্য থাকায় এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ। ইবাইস ইউনিভার্সিটিতে ২০১২ সাল, চট্টগ্রামের ইস্ট ডেল্টা ইউনিভার্সিটিতে ২০১৩ সাল এবং রাজধানীর দি পিপলস ইউনিভার্সিটি ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বৈধ উপাচার্য ছিলেন। বর্তমানে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ না থাকায় সেগুলোর সনদও অবৈধ। সাউথ এশিয়া ইউনিভার্সিটিতে ২০১৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এবং জার্মান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে গত মার্চ মাস পর্যন্ত উপাচার্য থাকলেও এখন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের তিনটি পদ ফাঁকা থাকায় ওইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ অবৈধ ঘোষণা করেছে ইউজিসি।